D E C L A R A T I O N

I Aloshikha Nath bearing Registration Number Ph.D/1423/2011 dated 11/04/2011 hear by declare that the subject matter of the thesis entitled "Rajshekhar Basur Probondho : Ekti Bisleshanatmok Adhyayan" (Essays of Rajshekhar Basu : A Critical Analysis) is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not from the basis for award of any degree to me or to any body else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University / Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Date :.....

Place :.....

Aloshikha Nath

Research Scholar

Department of Bengali

Assam University, Silchar.

প্রাক্‌কথন

এম,এ পড়ার সময় থেকেই গবেষণা করার আগ্রহ মনের মধ্যে ছিল। ঐশ্বর্যশালী বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখা সমৃদ্ধ তার মধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল। প্রাবন্ধিকরা সাধারণতঃ অল্প কথার মাধ্যমে তাঁদের মানসিকতা সেই প্রবন্ধের বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় ফুটিয়ে তুলেন। বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় প্রাবন্ধিককে যুক্তির পথ অবলম্বন করতে হয়। রাজশেখর বসুর রচিত গল্প প্রবন্ধ আমার খুব ভাল লাগত।

আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ তৃপ্তি পাল চৌধুরীর প্রেরণায় আমি রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণা করার কথা চিন্তা করি। রাজশেখর বসুর প্রবন্ধগুলি অনেকবার পড়লাম, প্রতিবারই মনে হল আরো নতুন কিছু জানলাম। এত স্বল্প কলমের আঁচড়ে সাধারণ থেকে গভীর বিষয়ে লেখকের প্রজ্ঞা আন্তরিকতার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণা করার আগ্রহ আমার বেড়ে গেল। যদিও আমার জ্ঞানের সীমা অতি সীমিত তাই সাহিত্যিক ভাষাবিদ্, দার্শনিক তথা বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণা করা আমার ধৃষ্টতা।

এই গবেষণার কাজে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা অনুষদের ডিন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা রমা ভট্টাচার্য, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বেলা দাস, অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী এবং সমগ্র বাংলা বিভাগের সম্পূর্ণ সহযোগীতা পেয়েছি। কলতাকার মাণিকতলার বেঙ্গল কেমিক্যাল অফিসের মানুষ বিশেষ করে পার্থ ব্যানার্জী অনেকটা তথ্য দিয়েছেন। 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের সম্পাদক সবিতেন্দ্র নাথ রায় ও সাহায্য করেছেন। রাজশেখর বসুর প্রপৌত্র (নাতি) দীপংকর বসু আমাকে অনেক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমার গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছেন। আমার মা, বাবা, ভাই, স্বামী সৌরভ নাথ ও পুত্র আকাশের আগ্রহ আমার গবেষণার কাজে প্রেরণা দিয়েছে। মুদ্রণের ক্লান্তিকর কর্মে ভ্রাতৃপ্রতিম পিকু নাথ পরম নিষ্ঠায় সহযোগীতার মাধ্যমে কর্মটি সুষ্ঠু সম্পাদনের প্রয়াস নিয়েছেন।

সকলের আন্তরিক সহায়তায় আমি এই গবেষণার, কাজ করার চেষ্টা করেছি, তাই সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শ্রী রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

অধ্যায় বিভাজন

			পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা			১-১০
প্রথম অধ্যায়	▪	রাজশেখর বসুর জীবনী ও সৃজন	১১-৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	▪	রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক ভাবনা	৪৬-১৪১
তৃতীয় অধ্যায়	▪	রাজশেখর বসুর প্রবন্ধে বিজ্ঞান ভাবনা	১৪২-১৯৪
চতুর্থ অধ্যায়	▪	রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ ঃ সাহিত্য-সমাজ-বিজ্ঞান ব্যতিরেক বিষয়ান্তর	১৯৫-২৪৪
পঞ্চম অধ্যায়	▪	ভাষাচিন্তায় রাজশেখর ঃ প্রবন্ধের আলোকে	২৪৫-৩৪১
উপসংহার			৩৪২-৩৪৪
গ্রন্থপঞ্জী			৩৪৫-৩৫৮

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাঙালীর চেতনা, মনন, চিরকালের সামাজিক সংস্কার, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন - ''১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।''[১] এই কথা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় এখানে বাংলা গদ্য ভাষা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। এই গভীর পরিবর্তন বাহ্যিকভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে যদিও দেখা যায়, মূলত এর আন্তস্রোত অনেক আগে থেকেই প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। মধ্যযুগের দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্য পরবর্তীকালে মানব-হৃদয় ও মানুষ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা আমরা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ''অন্নদামঙ্গল'' কাব্যে ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। শুধু বিষয়ে নয় মানুষের মুখের গদ্যভাষা সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হিসাবে এক বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করেছিল। মানবমনের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা গদ্য ভাষার মাধ্যমে উনিশ শতকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে।

সাহিত্য গদ্যভাষা বহুলভাবে প্রচলিত হওয়ার ইতিহাস পর্যালোচনায় যদি আমরা বৈদিক সাহিত্যের ধারা দেখি, সেখানে প্রধানতঃ দুটি বিভাগ - মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ দেখা যায়। মন্ত্রভাগে সাধারণতঃ দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্র লিখিত আছে। ব্রাহ্মণভাগে পূজা পদ্ধতি যজ্ঞ ইত্যাদির নিয়ম ও রীতি-নীতি নির্ণীত হয়েছে। ব্রাহ্মণ ভাগে বিধি, সংবাদসুক্ত, উপনিষদ গদ্য সাহিত্যের আশ্রয়ে রচিত হয়েছিল। গদ্য সাহিত্যের এই বীজ পরবর্তিকালে আমরা ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও দেখি - 'গদ্যং কবীনাং নিকষং

বদন্তি' - এই বাণীতে গদ্যকেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা হিসাবে স্বীকৃত।

মধ্যযুগে গদ্য সাহিত্যের এই ধারা যদিও অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে তথাপি গদ্যের একটি ক্ষীণ রূপ আমরা দলিল, দস্তাবেজ, শিলালিপি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও অনুষ্ঠানিক চিঠি-গুলির মধ্যে দেখি এবং অস্পষ্ট হলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ পদ্যের আদলে আসলে গদ্যেরই রূপ।

উনিশ শতকে একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্যের প্রভাব অপরদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার বহন করে বাংলা গদ্যের উৎস ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ''সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদরিদের আগমনে কবিতা প্রবণ বাংলাদেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।''[২] শাব্দিক অবয়বের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ লেখকের নিজ হৃদয়ের স্বপ্ন-দ্রোহ-দাহ অনুভবকে সমষ্টির বৃহত্তর জগতে বিস্তৃতিদানে উদগ্রীব সাহিত্যিক জীবনের এই উপকরণকে যথাযথ গঠন, আঙ্গিক, ভাষা তথা প্রকৌশলের পূর্ণতা দেন তাতে প্রভাব ফেলে সমকালীন জীবন, তার আর্থ-সামাজিক বাস্তব, রাজনীতি, সমাজবীক্ষণ, ইতিহাস নীতিবোধ ইত্যাদি।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'Nathaniel B.Halhead ১৭৭৮ সালে 'বাংলা গ্রামার' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন এবং ১৮০১ সালে William Carey বাইবেল গ্রন্থটি বাংলা গদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালীর রচিত প্রথম গদ্য সাহিত্য ১৮০১ সালে প্রকাশিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত'। বাংলা গদ্যরীতির ধারা পরবর্তিকালে সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছিল,

যেমন - প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা এমনকি গদ্যছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রাথমিকভাবে গদ্যের অবয়ব প্রকাশ পেতে থাকে। ''সাধারণভাবে বাংলা ও ইংরেজি সহ সকল ভাষাতেই গদ্যের উদ্ভব ও ব্যবহারের সময় থেকে প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ।''[৩] প্রবন্ধ রচনার প্রয়াসের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্র এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল - ''পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেই সাময়িক পত্রিকাই প্রথমদিকে প্রধাণতঃ প্রবন্ধ-সাহিত্যের একমাত্র বাহন বা আশ্রয়স্থল হইয়াছে।''[৪]

'প্রবন্ধ' শব্দটি প্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ছিল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। এই প্রকৃষ্ট বন্ধন আবার বিভিন্ন ভাবে হত, যেমন - ছন্দোগত বন্ধন, বিষয় বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধ-রূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব-অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনাক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য-রূপ বন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধন সমন্বিত গদ্য পদ্য উভয় রচনাকে সংস্কৃতসাহিত্যে প্রবন্ধ বলা হত। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন - ''বর্ণরচয়োরুদাহরিষ্যতে। প্রবন্ধে যথা মহাভারতে শান্তঃ। রামায়ণে করুণঃ। মালতী মাধবরত্নবল্যাদৌ শৃঙ্গারঃ। এবমন্যত্র।''[৫] ''নাটক-কাব্যাদির অন্তরঙ্গও বহিরঙ্গাশ্রয়ী উপাদানের যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বা সুষ্ঠু, সেই সঙ্গতি অর্থেও 'প্রবন্ধ' শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছে।''[৬]

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের প্রতিশব্দ রুপে 'মহাকাব্য' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধ বলতে কোন বিশেষ সাহিত্য কর্ম সংস্কৃত ভাষায় বোঝাত না তবে সুসঙ্গতিপূর্ণ রচনা বোঝাত।

'প্রবন্ধ সংগীত' শব্দটি উচ্চাঙ্গ সংগীতেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'রাগ ও রূপ' নামক সংগীতের আকর গ্রন্থে 'প্রবন্ধসংগীত' শব্দটি এক বিশেষ প্রবন্ধধারার কথা বোঝায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানে প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন, উপায়, কৌশল, চেষ্টা, আরম্ভ, প্রকার, চাতুরী, রীতি, কুমন্ত্রণা প্রভৃতি বোঝান হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ শব্দের প্রথম প্রয়োগ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে দেখা যায় -

''এ সব কাজের আন্ধে জানি এ প্রবন্ধ।

এতেকেঁ তোমার তার হৈব নেহাবন্ধ।''[৭]

'প্রবন্ধ এখানে 'কৌশল' ও 'উপায়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তেমনি 'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'এ দেখি -

''এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ

দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবদ্ধ।''[৮]

এখানে 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ 'আরম্ভ' এবং 'পরস্পর অন্বয় যুক্ত বাক্য।' সংস্কৃত ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের যদিও ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু কোন বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝাত না। ''আধুনিক বাংলা গদ্যেই প্রথম 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ-বৈচিত্র্য লুপ্ত হয় এবং ইহা কেবলমাত্র বিষয় বা ভাবঋদ্ধ মননশীল গদ্যরচনাকেই বুঝাইতে থাকে।''[৯]

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমূখ মনীষী 'প্রস্তাব' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ১৮৫২ সালে 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন এবং সেখানে প্রবন্ধ শব্দটির বর্তমান বিশেষিত অর্থটি প্রকাশিত হয় - ''প্রধানতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তি-চিন্তা-ভাবসমৃদ্ধ গদ্য রচনাই বুঝায়''[১০] একে প্রবন্ধ বলা হয়।

ইংরাজীতে 'Essay' কথাটি মূলত একটি ফরাসি শব্দ। ''ষোড়শ শতক ফরাসি লেখক Michel de Montaingne তাঁর Essais (1580) গ্রন্থের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 'essai' বা 'attempt' অর্থাৎ 'প্রয়াস' এই মূলগত অর্থে।"[১১] আত্মভাবনিষ্ঠ কল্পনা ও অভিজ্ঞতা প্রধান রচনার সঙ্গে যুক্তি তথ্যসম্বন্বিত বিষয়-নির্ভর গাঢ়বদ্ধ সংহত আলোচনা ও ইংরাজীতে Essay নামে অভিহিত হয়। Aldous Huxley বলেছেন - 'The (1894-1964) eassy is a literary device for saying almost everything about almost anything' and adds that 'by tradition almost by defination, the eassy is a short piece.' Further more Huxley argues that 'Essays belong to a literary species whose extreme variability can be studied most effectively with in a three-poled frame of reference.' These are the personal and the autobiographical; the objective The abstract"[১২]

প্রবন্ধ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত প্রথমতঃ, বস্তুনিষ্ঠ তন্ময় বা আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ। দ্বিতীয়তঃ, মন্ময় ভাবপ্রধান প্রবন্ধ। তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য, বস্তুনিষ্ঠা, আনুষ্ঠানিকতা, জ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জল্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকারের প্রবন্ধে সমকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা এবং বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে তথ্যনির্ভর যুক্তিগ্রাহ্য পর্যালোচনা করা হয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধির প্রাধান্য, চিন্তাঋদ্ধ মননশীলতা তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তন্ময় প্রবন্ধে দেখা যায়। মন্ময় ভাবপ্রধান প্রবন্ধে মননের তীব্রতা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রাখর্য থেকে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রতিদিনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভব রসায়িত ও আত্মগত ভাবরসে আপ্লুত হয়ে প্রাবন্ধিক এক শান্ত, আবেগমন্ডিত বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। এই প্রকার প্রবন্ধে

লেখকের মৌলিকতা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

মৌলিক চিন্তা, তথ্যের যথাযথ সমাবেশ, যুক্তির দৃঢ় শৃঙ্খলা ও চিন্তার বলিষ্ঠতায় বাংলা প্রবন্ধের এক শক্তিশালী প্রাবন্ধিক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।

মানবপ্রেম - জ্ঞান - সামাজিক সংস্কার - সুমার্জিত ও সুগঠিত ভাষায় শিল্পিত বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট রূপ নির্মাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রথম ইংরাজী Essay-এর আদর্শে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় অবলম্বন করে ক্ষুদ্রাকারে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন।

গভীর পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও বিচার বিশ্লেষণী দৃষ্টির সঙ্গে সুগভীর ও সমুন্নত রসবোধের সহজ মিলন সাধন বঙ্কিম (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনাত্মক বাংলা প্রবন্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মনন ও হৃদ্‌বৃত্তির যুগপৎ মিলন প্রবন্ধ শৈলীতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কালিপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-১৮৭০), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯২০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার।

বিশ শতক স্বদেশ প্রীতি, বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধ - প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, জাতির জীবনের আদর্শও মানসিকতার রূপান্তর এবং তার প্রতিফলন সমকালের সাহিত্যে দেখা যায়। আর্ন্তজাতিকতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশ্বসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিশ শতকের সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রগতিশীল, বিদগ্ধ সংস্কৃতিমান ব্যক্তি প্রথম চৌধুরীর আবির্ভাব। তিনি বাংলা সাহিত্যে

চলিত ভাষার নূতন রচনারীতির আবিস্কর্তা। সমৃদ্ধতর প্রবন্ধধারায় বিভিন্ন লেখক তাঁদের স্বাক্ষর রেখেছেন যেমন - ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ সুকুমার রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু (১৮৮০-১৯৬০)। অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) নীরদ চন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) প্রভৃতি প্রাবন্ধিকদের আমরা দেখি। কেউ কেউ বিষয়ভিত্তিক ছোট-ছোট প্রবন্ধ লিখছেন আবার কেউ বা এক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিবিধ প্রবন্ধকার তাদের রচনার ফসলে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রাজশেখর বসুর সাহিত্য ভাবনায় শব্দচিন্তা, ভাষাবীক্ষণ বিশ শতকের তৎকালীন সময় পরিসর তার সামগ্রিক রূপ সাহিত্য তথা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। নক্ষত্রখচিত বিশ শতকের বহু স্রষ্টা লেখক কুলের মধ্যেও তুলনামূলক স্বল্পস্রষ্টা মিতবাক্ রাজশেখর কিন্তু খাদোৎদীপ্তি নন, বলা চলে দূরাকাশের নক্ষত্রেরই মত দীপ্তিময়।

তথ্যসূত্র -

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১)	শাস্ত্রী শিবনাথ	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	নিউ এজ পাবলিশার্স কলকাতা-৯	২য় জানুয়ারি ২০০৭	৬৩
২)	দাস সজনীকান্ত	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড	মিত্রালয় ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্টীট কলকাতা-১২,	শ্রাবণ ১৩৬৯	২
৩)	চট্টোপাধ্যায় কুন্তল	সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	রত্নাবলী ৫৫ডি কেশবচন্দ্র সেন স্টিট, কলকাতা-৯,	৭ম	২৯০
৪)	দে অধীর	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খন্ড)	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির কলিকাতা-৭	৩য় মে, ২০০৮	৩

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
৫)	বিশ্বনাথ পন্ডিত কবিরাজ	‘সাহিত্যদর্পণং’	শ্রীযুক্ত রামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য স্মৃতিভূষণ কৃত সংক্ষিপ্ত টীকয়া চ সমেতং কলিকাতা,১৩১৮	২১৯	
৬)	দে অধীর	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খন্ড)	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির কলিকাতা-৭	৩য় মে, ২০০৮	৪
৭)	চন্ডীদাস বড়ু	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাম্বুল খন্ড	১৩৪৯	৬
৮)	কবিরাজ কৃষ্ণদাস	‘শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত’ (শ্রী রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত)	কলিকাতা	১৩৫৫	৭৮৫
৯)	দে অধীর	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (১ম খন্ড)	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা-৭	৩য় মে ২০০৮	৫

ক্র.নং	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১০)	তদেব				৪
১১)	চট্টোপাধ্যায় কুন্তল	সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	রত্নাবলী ৫৫ডি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা-৯	৭ম নভেম্বর ২০০৯	২৮৯
১২)	Huxley Aldous	Collected essays	Bantam	1958	